এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডি'র একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২৯ : এপ্রিল-জুন ২০১৮ // রেজি নং-২৪-৮৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর এলজিইডি নির্মিত 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন

শেখ হাসিনা ধরলা সেতু
কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটবাসীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ঈদ উপহার'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩ জুন ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় ধরলা সেতু উদ্বোধন করেন। সেতুটির নাম দেওয়া হয়েছে 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'। উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেতুটিকে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও রংপুর অঞ্চলের মানুষের জন্য ঈদ-উল-ফিতরের উপহার হিসেবে দিলাম। আপনারা এই সেতু রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, দেখেশুনে রাখবেন। তিনি আরও বলেন, সরকারের ধারাবাহিকতা ও আন্তরিকতা থাকলে দেশের সমৃদ্ধি সম্ভব। আমরা তা প্রমাণ করেছি।

সরকারের সার্বিক উন্নয়নচিত্র তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল হবে, কেউ এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রুখতে পারবে না। আমি হয়তো জীবদ্দশায় তা দেখে যেতে পারব না, কিন্তু নতুন প্রজন্ম আমাদের এই কাজের সুফল ভোগ করবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সেতুটি এই এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সেতু রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলাকে সড়কপথে সংযুক্ত করলো।

আওয়ামী লীগ জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করে মন্তব্য করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধরলা নদীর ওপর প্রথম সেতুটিও আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সরকারে থাকার সময় নির্মাণ করেছিল। পরে বিএনপি ক্ষমতায় এসে মাস দুয়েকের মধ্যে সেটি উদ্বোধন করে এর সাফল্যের দাবিদার হয়ে যায়। আমাদের করা সেতুই তারা উদ্বোধন করে বলে, আগের সরকার কোনো উন্নয়ন করেনি। তিনি আরও বলেন, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট থেকে শুরু করে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনে সরকার কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় কুড়িগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে মঙ্গা হতো, আমরা সেই সমস্যা দূর করেছি। এক ফসলি জমি দো-ফসলি হয়েছে। তিনি এক ইঞ্চি জমিও যেন পরিত্যক্ত না থাকে সে জন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। ছিটমহল সমস্যা সমাধানের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু সচেষ্ট ছিলেন। পরে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু কেউ ছিটমহল সমস্যার সমাধান করেননি। দীর্ঘদিন পর ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, এতো শান্তিপূর্ণভাবে ছিটমহল বিনিময়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। এ সময় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান নবনির্মিত সেতুর ওপর একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপনা করেন।

সেতু উদ্বোধন ঘিরে ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলাসহ সমগ্র কুড়িগ্রাম জেলার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ধরলার পূর্বপাড়ে দক্ষিণ মরানদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে উদ্বোধনী ফলক স্থাপন ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বড় পর্দায় দেখানো হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ০২

সম্পাদকীয়

বৃহৎ সেতু নির্মাণে এলজিইডি

'এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি, মাঝখানে নদী ঐ বয়ে চলে যায়'- পংক্তিগুলো বিরহের কি না সে প্রশ্নে না গিয়ে বলা যায় মানুষের নৈকট্য লাভের চিরন্তন আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। নদী আর খাল-বিল বিধৌত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি দ্রুত যোগাযোগের জন্য সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই যমুনা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্পের রূপদানের কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণের প্রতি অবহেলা দেখানো হয়। আনন্দের বিষয় ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্বোধন করেন।

কার্যকর সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে সরকার সড়কের শ্রেণি বিন্যাস করে এলজিইডিকে পল্লি সড়কে (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক) এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ও ১৯৯২ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীকালে সক্ষমতা বাড়ায় বড় সেতু নির্মাণ করছে।

বাংলাদেশের প্রায় ১১ কোটি লোক গ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে দেশব্যাপী শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়, সড়ক যেখানে শেষ, সেতু সেখানে খুলে দেয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

সময়ের পরিক্রমায় বৃহৎ সেতু নির্মাণ আজ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। এলজিইডি ইতোমধ্যে সফলতার সঙ্গে বেশকিছু বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর ওপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ শেখ হাসিনা ধরলা সেতু, কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর ওপর ৫০৪ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু, গোপালগঞ্জে মধুমতি নদীর ওপর ৫৮৮ মিটার দীর্ঘ চাপাইল সেতু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীর ওপর নির্মিত ৫৪৬ মিটার শেখ হাসিনা সেতু এবং রংপুরে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ৮৫০ মিটার দীর্ঘ সেতু। এলজিইডি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় তিস্তা নদীর ওপর ১৪৯০ মিটার প্রি-স্ট্রেড কংক্রিট সেতু নির্মাণ করছে। এলজিইডি সেতু নির্মাণের পাশাপাশি সেতুগুলোকে পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী করতে এ্যাপ্রোচ সড়ক ও সেতুগুলোতে বিদ্যুৎ বাতির সংস্থান করছে। বৃহৎ সেতুগুলো স্থানীয় জনগণের কাছে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। দেশব্যাপী নির্মিত সেতুগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'অপারেশন ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস' শিরোনামে এলজিইডি'র একটি বৃহৎ প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বৃহৎ সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে এলজিইডি নদ-নদীর পানি প্রবাহ, নৌ-চলাচল এবং পরিবেশগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা সম্পাদন করে নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি ১০০ মিটারের উর্ধ্বে সেতুগুলোর জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল সমীক্ষা সম্পাদন করে পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়ন করে। অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতুর ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ-এর অনুমোদনক্রমে নৌ-চলাচলের উচ্চতা নির্ধারণ করে সেতু নির্মাণ করে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না এলজিইডি নির্মিত বড় সেতুগুলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সেতুগুলো আশে পাশের এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

এলজিইডি পেশাগত উৎকর্ষের সঙ্গে বৃহৎ সেতুগুলো নির্মাণ করছে। বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রগতিকে আরও বেগবান করতে এবং দেশব্যাপী আন্তঃসংযোগ বিশেষ করে পল্লি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করতে এসব সেতু বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরে সেতুগুলোর প্রভাব ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। অনন্য উচ্চতার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ বৃহৎ সেতুগুলো এলজিইডি'র বিশেষ সংযোজন। পল্লি এলাকার সেতুগুলো দেখলে মনে হবে 'দূরকে করিলে নিকট- বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'। সত্যিই আজ দেশের মানুষ একে অপরের অনেক কাছে।

শেখ হাসিনা ধরলা সেতু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ উপলক্ষে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে উপস্থিত সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাফর আলী, লালমনিরহাট এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য সফুরা বেগম, কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন, কণ্ঠশিল্পী রাশেদুজ্জামান বাবু ও ছিটমহলের বাসিন্দা হৈমন্তী শুক্লার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্যের মধ্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক (মনিটরিং, ইন্সপেকশন ও ইভাল্যুয়েশন) এ এস এম মাহবুবুল আলম ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ রইছ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এলজিইডি নির্মিত ডাবল লেন সেতুটির দৈর্ঘ্য ৯৫০ মিটার ও প্রস্থ ৯.৮০ মিটার। সেতুতে মোট ১৯টি স্প্যান রয়েছে। পথচারীর হাঁটার জন্য ফুটপাত এবং রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য বৈদ্যুতিক বাতি সংযোজন করা হয়েছে। নদীর উভয় তীরে মোট ৩৪৯৪ মিটার নদী শাসন এবং সেতুর দুই প্রান্তে মোট ২৯১৯ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। নদীশাসন ও সংযোগ সড়কসহ এ সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৯৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এলজিইডি নিরলস কাজ করছে
- স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা তাঁর পরিকল্পিত আধুনিক, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রণীত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনকল্যাণে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে সেগুলোকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে সংস্থাগুলো উৎসাহিত বোধ করবে এবং আরো ভালো কাজ করার প্রণোদনা পাবে। গত ১৬ এপ্রিল ২০১৮ এলজিইডিতে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এসব কথা বলেন। ড. জাফর আহমেদ খান এলজিইডি'র বিভিন্ন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, এ অধিদপ্তরের গোড়া পত্তন করেন। এলজিইডি'র প্রয়াত প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক-এর অবদান তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এলজিইডি'র জনবল সংকটসহ বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এলজিইডি'র নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জনবল সংকট থাকা সত্ত্বেও এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি'র দেশব্যাপী রয়েছে বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে প্রতিবছর অনেক সড়ক প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। প্রধান প্রকৌশলী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

মতবিনিময় সভায় এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ এলজিইডি সৃষ্টির পটভূমি ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তুলে ধরেন। সভায় এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এলজিইডি'র বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন।

নির্মিত হচ্ছে পিরোজপুরের কালিগঙ্গা নদীর ওপর ৬০০ মিটার দীর্ঘ সেতু

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী

এলজিইডি'র 'পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলায় কালিগঙ্গা নদীর ওপর ৬০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ এলজিইডি ও নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের সেতুটির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করবে। ১২ স্প্যান বিশিষ্ট এ সেতুতে যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তার অংশ (ক্যারিজওয়ে) হবে ৭.৩ মিটার। এর দুপাশে থাকবে এক মিটার চওড়া ফুটপাত এবং বৈদ্যুতিক বাতি। সেতুর দুপ্রান্তে ১,৪৬৫ মিটার এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হবে।

এলজিইডি'র পক্ষে পিরোজপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী সুশান্ত রঞ্জন রায় এবং নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড এর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ সহিদুল্লাহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আল্লা হাফিজ এবং নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড এর পক্ষে চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম কামালসহ এলজিইডি ও নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেতুটি নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৬টি ইউনিয়নের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। উল্লেখ্য, এলজিইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের বৃহৎ সেতু নির্মাণ করে আসছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ মৌলভীবাজার জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলেন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো দ্রুত মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করতে হবে
- প্রধান প্রকৌশলী

ভারি বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে গত ১৬ জুন ২০১৮ মৌলভীবাজার জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। এতে জেলার সড়ক অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শহর সংলগ্ন মনু নদের পানি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সৃষ্ট চাপে ১৬ জুন ২০১৮ রাতে মৌলভীবাজার শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙে যায়। ফলে পৌরসভার ৬, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড প্লাবিত হয় এবং পৌরসভার অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার পানি ১৯ জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো সরেজমিন দেখার জন্য গত ২৪ জুন ২০১৮ মৌলভীবাজার জেলা পরিদর্শন করেন।

সফরকালে প্রধান প্রকৌশলী মৌলভীবাজার পৌরসভার ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মনু নদ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মৌলভীবাজার শহর রক্ষা বাঁধের ভেঙে যাওয়া অংশ পরিদর্শন করেন। তিনি কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর-বানুগাছ ও ভাণ্ডারগাঁও-হামহাম সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ এবং রাজনগর উপজেলার কদমহাটা-মালিকানা বাঁধের ভেঙে যাওয়া অংশ ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মনু নদের ওপর নির্মিত ব্যারেজও পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মৌলভীবাজার জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা যায়, বন্যায় মৌলভীবাজার জেলার ৩৭৪.২২ কিলোমিটার পাকা সড়কের মধ্যে ১৩৫.৭৫ কিলোমিটার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে প্রায় ১০০ মিটার কালভার্ট ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সবের সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা।

পরিদর্শন শেষে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বন্যায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো মাটি ভরাট করে প্রয়োজনে এইচবিবি দ্বারা পুনর্বাসন করে জরুরিভিত্তিতে চলাচলের উপযোগী করতে নির্দেশনা দেন। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহে মাটি ভরাট করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সড়কের ভেঙে যাওয়া অংশে বাঁশের মাচা (পুল) তৈরি করে হালকা যান চলাচলের উপযোগী করার নির্দেশ দেন। তিনি সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সড়কসমূহ সংস্কার, নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। এ সময় প্রধান প্রকৌশলী মৌলভীবাজার পৌর লেক ও শহরের সৌন্দর্যবর্ধন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সফরকালে সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও এলজিইডি সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র ধারাবাহিক সাফল্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সমাপ্ত অর্থবছরে এ সাফল্য ছিল শতকরা প্রায় ৯৯.৬০ ভাগ। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা এলজিইডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে আসছে। আর এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির ওপর সরকারের আস্থা বাড়ছে। তাই প্রতি অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের ক্রমবিকাশ উল্লেখ করার মতো বিষয়। এক সময়ের পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) এবং ১৯৯২ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডি'র কর্মপরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছে একই সঙ্গে এর অনুকূলে বেড়েছে সরকারের বাজেট বরাদ্দ। এলজিইডি'র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে (২০১২-১৩ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় শতভাগ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি'র এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১১৬৩১.৯৪ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে এ অর্থ বেড়ে দাঁড়ায় ১১,৮৭৯.৫৭ কোটি টাকা, যা মূল এডিপি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৪৭.৬৩ কোটি টাকা বেশি।

এলজিইডি মোট ১১,৮২৯.০৪ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা মোট বরাদ্দের (সংশোধিত এডিপি) ৯৯.৫৭ শতাংশ। ১৪৪টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে এ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গ্রামীণ *এরপর পৃষ্ঠা ০৫*

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসনে অতিরিক্ত অর্থায়ন

২০১৭ সালে অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সৃষ্ট বন্যায় সারাদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বন্যায় গ্রামীণ যোগাযোগ ও অবকাঠামোর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এলজিইডি ইতোমধ্যে তা মূল্যায়ন করেছে। প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, ২০১৭ সালের বন্যা, ভূমিধ্বস, সাইক্লোন এবং ২০১৬ সালের সাইক্লোনে দেশের প্রায় সাড়ে দশ হাজার কিলোমিটার পল্লি সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ছয় হাজার ছয়শ কোটি টাকা। একই সঙ্গে এ প্রতিবেদনে প্রায় তেইশ হাজার মিটার সড়ক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এর সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার আটশ' বায়ান্ন কোটি টাকা।

ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক নেটওয়ার্ক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংককে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য অনুরোধ জানায়। এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক এলজিইডি'র সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থায়ন হিসেবে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে সম্মতি জানায়। এ অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা চিহ্নিত করা, সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ, আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি, প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়ন ও

বিশ্বব্যাংক মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

পরিবীক্ষণের জন্য রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং প্রকিউরমেন্ট স্ট্রাটেজি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫-১৯ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট জুং আন হং-এর নেতৃত্বে এক মিশন পরিচালিত হয়।

মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) মোঃ আলি আখতার হোসেন এবং আরটিআইপি-২-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ এনামুল হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এছাড়া মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক (মনিটরিং, ইন্সপেকশন এন্ড ইভালুয়েশন) এ এস এম মাহবুবুল আলম ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব সরোয়ার মাহমুদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে।

অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় আরটিআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত ২৬টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, সামাজিক ও প্রকৌশলগত দিক বিবেচনায় নিয়ে সড়কসমূহ নির্বাচন করা হবে। আরটিআইপি-২-এর অবশিষ্ট ৮ জেলায় এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে অর্থসংস্থানের মাধ্যমে এলজিইডি সড়ক পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করবে।

এলজিইডি'র ধারাবাহিক সাফল্য

০৪ পৃষ্ঠার পর

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের ১৭৩০.২০ কোটি টাকা ব্যয় নিশ্চিত করা হয়েছে, যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ৪৭২.২০ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩৭.৫৪ ভাগ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮,১০০ কিলোমিটার সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ৯২০০ কিলোমিটার সড়ক সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৫,৬৮১ মিটার সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এলজিইডি মূলত পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পল্লি অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মত কার্যক্রমের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। অপরদিকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য উৎপাদন,

কর্মসংস্থান ও পুষ্টি উন্নয়নেও ইতিবাচক ফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নগর উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলো নগর ব্যবস্থাপনা ও পৌর সেবা উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা মেটাতে এলজিইডি বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো ব্যাপক অবদান রাখছে।

সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি)-এ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এলজিইডি ধারাবাহিক সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

উন্নত নগরজীবনের জন্য প্রয়োজন টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- প্রধান প্রকৌশলী

সুস্থ ও উন্নত নগরজীবনের জন্য টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কার্যক্রম অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। গত ১৪ মে ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) কর্তৃক আয়োজিত 'সলিড ওয়েস্ট এন্ড ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক কর্মশালায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এ কথা বলেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, যেসব পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের নজির রেখেছে সেগুলোর জন্য ব্লক ফান্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভাগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থের সংস্থান রাখা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, পৌরসভাগুলোতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ শেষ হওয়ার পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) নূর মোহাম্মদ বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশলগত বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশগত বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইউজিআইআইপি-৩ এর স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের ডিজাইনে কম্পোস্ট প্ল্যান্ট সংযুক্ত করার ওপর তিনি জোর দেন। তিনি মন্তব্য করেন, পৌরসভার কমিউনিটিভিত্তিক সমিতিগুলোকে কাজে লাগাতে পারলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। স্বাগত বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়নের ফলে কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউজিআইআইপি-৩ এর স্যানিটারি ল্যান্ডফিল উন্নয়নের কাজ ডিজাইন পর্যায়ে রয়েছে। কিছু পৌরসভা ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ওয়াসা) এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম হাবিবুর রহমান। তিনি যে সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উৎসে বর্জ্য পৃথক করা, কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য থ্রি আর, অর্থাৎ রিডাকশন (হ্রাস), রিইউজ (পুনর্ব্যবহার) এবং রিসাইক্লিং (পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণ) এবং কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এর সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার মোঃ শহিদুল আলম বলেন, অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বেই ভাবতে হবে কীভাবে কার্যকর ও টেকসই পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিষয় উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক এ, কে, এম, রেজাউল ইসলাম। কর্মশালায় এলজিইডি, ডিপিএইচই ও পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন।

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি) বদলে দিয়েছে গলাচিপা পৌরসভার চিত্র

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় গলাচিপা পৌরসভার কলেজ রোড, ওয়াপদা রোড, সদর রোড, বনানী রোড ও শান্তিবাগ রোডসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে যোগাযোগে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি। চলাচলে সুবিধার জন্য বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা। নতুন চালকদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সড়কের আশেপাশে ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠেছে ছোট-বড় দোকান। আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে তারাও। সড়কগুলো উন্নয়নের ফলে পৌরবাসী এখন সন্তুষ্ট। একইভাবে লাভবান হচ্ছে গলাচিপা পৌরসভা। গলাচিপা পৌরসভার উন্নত রাস্তায় চলাচলকারী রিকশাচালক রাজ্জাক মৃধা বলেন, আগে ভাঙ্গা রাস্তায় রিকশা চালানো খুবই কঠিন ছিল,

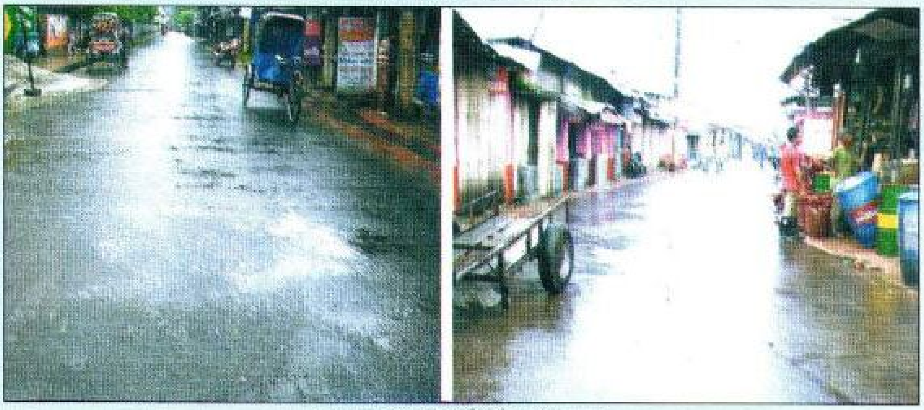

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দুটি সড়ক

প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটতো, যাত্রীরা আহত হতেন, রিকশা ক্ষতিগ্রস্ত হতো, নারী ও অসুস্থ ব্যক্তিরা রিকশায় চড়তে ভয় পেতেন। আগে শারীরিক পরিশ্রম বেশি হওয়ার কারণে দিনে ১০০-১৫০ টাকার বেশি উপার্জন করাই কষ্টকর ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫০০-৬০০ টাকা উপার্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ০৭

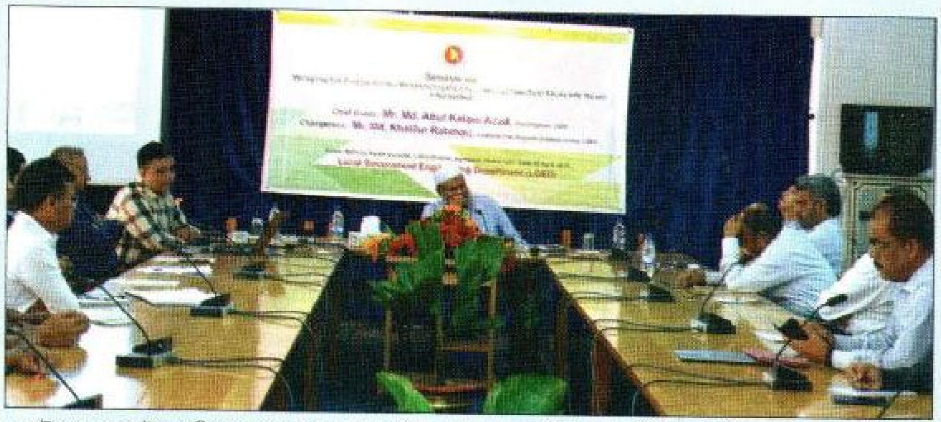

বুয়েট-এর পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফুল ইসলাম সেমিনারে 'ড্রেজিংকৃত পলি ব্যবস্থাপনা: মাটির ব্লক তৈরির সম্ভাবনা' বিষয়ে উপস্থাপনা তুলে ধরেন

সেমিনারঃ ড্রেজিংকৃত পলি ব্যবস্থাপনা ও মাটির ব্লক তৈরির সম্ভাবনা

দেশে নদীগুলোতে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পলি জমে। ড্রেজিং-এর মাধ্যমে পলি অপসারণ ও তা দিয়ে ইট/ব্লক তৈরি বা অন্য কোনোভাবে এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'ড্রেজিংকৃত পলি ব্যবস্থাপনা: মাটির ব্লক তৈরির সম্ভাবনা'-শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ খলিলুর রহমান এ বিষয়ে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের কথা বলেন। এইচবিআরআই উদ্ভাবিত ব্লক বিভিন্ন স্কুল বা সড়কের কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা তা মূল্যায়ন করে রেট সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাটির ব্লক রেট সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত হলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবেন। তিনি আরও বলেন, নদীগুলোর পলির গুণাগুণের ওপর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন নদীর পলির গুণাগুণ মূল্যায়ন করে কিভাবে ব্লক তৈরি করা যায় সে বিষয়ে গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফুল ইসলাম এবং দ্য সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ড. মমিনুল হক আলাদা দু'টি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। ড. শরীফুল ইসলাম তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের অনেক দেশেই স্বল্প উচ্চতার ভবন নির্মাণের জন্য মাটির ব্লক ব্যবহার করা হয়। নেপাল ও ভারতেও মাটির ব্লক বেশ প্রচলিত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি ব্যবহার করে জনগণ প্রাচীনকাল থেকে বসত-বাড়ি নির্মাণ করে আসছে। মাটির ব্লক বাংলাদেশের জন্য পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী। তিনি জানান, ভাটায় ইট পোড়ানোর কারণে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সিইজিআইএস এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ড. মমিনুল হক জানান, বাংলাদেশের সব নদীতে পলি জমে না এবং সব নদীর পলির গুণাগুণ একরকম নয়। ঢালাওভাবে সব নদী ড্রেজিং করলেই পলি পাওয়া যাবে বিষয়টি এমন নয়। সব পলি দিয়ে ব্লক বানানোর সুযোগও নেই।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই)-এর সাবেক পরিচালক আবু সাদেক জানান, বিভিন্ন নদীর পলির সঙ্গে নানা ধরণের উপাদান মিশিয়ে টেকসই ব্লক নির্মাণ বিষয়ে গবেষণা চলছে। তিনি উল্লেখ করেন, পলির সঙ্গে পাট ও অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে আরও শক্ত ব্লক তৈরি করা সম্ভব। এইচবিআরআই পদ্মা ও যশোর অঞ্চলের নদীর পলি ব্যবহার করে গবেষণা সম্পাদন করেছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনকর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) -এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, বিআইডব্লিউটিএ বাংলাদেশের পলি ব্যবস্থাপনা নিয়ে শঙ্কিত। তিনি আরও জানান, এলজিইডি ও এইচবিআরআই পলি ব্যবহার করতে চাইলে বিআইডব্লিউটিএ এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করতে আগ্রহী। সভায় এলজিইডি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বুয়েট, সিইজিআইএস, এইচবিআরআই এবং বিআইডব্লিউটিএ প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

গলাচিপা পৌরসভার চিত্র

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

গলাচিপা পৌরসভার ব্যবসায়ী মোঃ খলিল খলিফা বলেন, সদর রোডসহ গলাচিপা শহরের অধিকাংশ সড়কের উন্নয়ন হওয়ায় শহর এবং শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণ বিশেষ করে চরাঞ্চলের জনগণ গলাচিপা বাজারে এসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারছে, ফলে অধিকাংশ দোকানের বেচাকেনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেখানে প্রতিদিন ২-৩ হাজার টাকা বিক্রি করা কষ্টসাধ্য ছিল সেখানে এখন প্রতিদিন ১৫-২০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে ব্যবসায়ীরা এখন আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন। বর্তমান সরকার ক্রমবর্ধমান নগরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পরিকল্পিত নগর গড়ায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রেক্ষিতে এলজিইডি দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর কার্যক্রম বরিশাল বিভাগের ৫টি জেলার মোট ৯টি উপকূলীয় শহর (আমতলী, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, কলাপাড়া, ভোলা, দৌলতখান ও পটুয়াখালী) এবং খুলনা বিভাগের বাগেরহাট পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিটিইআইপি-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার মৌলিক সেবার মানোন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসহ সেবা সম্প্রসারণ, নিজস্ব সম্পদ আহরণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পৌর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলোকে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে প্রকল্প থেকে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করে ভৌত কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সরকারের একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। গত ২০ জুন ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ দেশের ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জেলা ভিত্তিক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত সময়ে শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত সময়ে শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এপিএ-এর আওতায় কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা সমাধানে সদর দপ্তরে একটি হেলপ ডেস্ক চালু করা যেতে পারে। এপিএ অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি তা মূল্যায়নের ওপর তিনি জোর দেন। প্রধান প্রকৌশলী সদর দপ্তর, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা এ চার স্তর বিবেচনায় নিয়ে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, এপিএ বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি আরও তরান্বিত হবে তিনি মন্তব্য করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) পি কে চৌধুরী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা বিভাগ) খন্দকার আলীনূর, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র ২০১৮-১৯ মেয়াদে এলজিইডি'র চার প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ

গত ৩ মার্চ ২০১৮তে অনুষ্ঠিত দেশের বৃহত্তম পেশাজীবীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫৮ তম কনভেনশনে এলজিইডি'র চার প্রকৌশলী ২০১৮-১৯ মেয়াদে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এঁরা হলেন, কেন্দ্রীয় সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এ্যান্ড ডব্লিউ) পদে প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ, সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার পদে প্রকৌশলী রেশমা আক্তার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সেক্রেটারি পদে প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন এবং সিভিল ডিভিশন মেম্বার পদে প্রকৌশলী মোঃ আক্তারুজ্জামান হাসান।

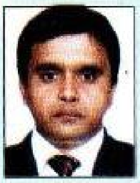

প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ ঃ এলজিইডি'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ মামুনুর রশিদ প্রায় ২৬ বছর যাবৎ আইইবি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি চাকুরিজীবী প্রকৌশলীদের নানা বৈষম্য নিরসন এবং বেসরকারিখাতে কর্মরত প্রকৌশলীদের চাকুরির বেতন কাঠামো ও চাকুরির নিশ্চয়তাসহ পেশাগত দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এলজিইডিতে দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ কর্মরত প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ ১৯৯০ সালে পুরকৌশলে স্নাতক এবং পরবর্তীতে পরিবেশ বিজ্ঞানের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ইতোপূর্বে তিনি আইইবি'র কেন্দ্রীয় সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (মানব সম্পদ) এবং ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

প্রকৌশলী রেশমা আক্তার ঃ সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার পদে বিজয়ী প্রকৌশলী রেশমা আক্তার এলজিইডি সদর দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক। ইতোপূর্বে তিনি আইইবি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন ঃ আইইবি'র ২০১৮-১৯ মেয়াদে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন এলজিইডি সদর দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত। গত ২০১৫-১৭ মেয়াদে তিনি ঢাকা সেন্টারের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত ছিলেন। তিনি মাঠ পযায়ে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন আইইবি'র নিয়মিত প্রকাশনা 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য এবং আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের পত্রিকা প্রযুক্তির সম্পাদনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

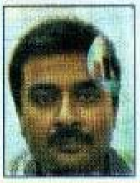

প্রকৌশলী মোঃ আক্তারুজ্জামান হাসান ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন-এর মেম্বার পদে নির্বাচিত প্রকৌশলী মোঃ আক্তারুজ্জামান হাসান এলজিইডি সদর দপ্তরের অডিট এ্যান্ড এ্যাকান্টস সেলে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত। গত ২০১৫-১৭ মেয়াদে তিনি একই পদে নির্বাচিত ছিলেন। তিনি ২০১৫ সালে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

ধুনার খালে নির্মিত ৪-ভেন্ট রেগুলেটর

স্বরূপদহ-ধুনারখাল বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন উপ-প্রকল্প বদলে দিচ্ছে এলাকাবাসীর জীবনমান

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বরূপদহ-ধুনারখাল বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন উপ-প্রকল্পটি কৃষি ও মৎস্য উৎপাদান বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলাধীন স্বরূপদহ ইউনিয়নে এ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এডিবি-ইফাদ সহায়তাপুষ্ট এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা। উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে স্বরূপদহ-ধুনারখাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড।

এ উপ-প্রকল্প এলাকায় মোট জমির পরিমাণ ১৬০০ হেক্টর এবং সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৯৮০ হেক্টর। উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন ও বোরো ধান এবং রবি শস্য উপ-প্রকল্প এলাকার প্রধান ফসল। কৃষকেরা মূলত বর্ষা মৌসুমে আমন ধান চাষ করত। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রতি বছর জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যার সময় কপোতাক্ষ নদের পানি ধুনার খাল এবং শুকরা খালের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করে চাষকৃত আমন ধানের ক্ষতি করত। এছাড়া, উপ-প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ১০৮টি পুকুর, হারিঞ্চা বাঁওড়, ধুনার খাল, শুকরা খাল এবং ০৪ (চার)টি বিল প্লাবিত হয়ে বোরো ধান ও জলাশয়ের মাছের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো। বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা, পানি সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ ধুনার খাল এবং শুকরা খাল পুনর্খনন এবং খাল দুটির মুখে দুটি রেগুলেটর নির্মাণের প্রস্তাব দেয়।

এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ধুনার খালে একটি ৪-ভেন্ট রেগুলেটর এবং শুকরা খালে একটি ২-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। একই সঙ্গে, ধুনার খালের ৯৬০ মিটার ও শুকরা খালের ২৮০ মিটার অংশ পুনর্খনন করা হয়। পাশাপাশি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির জন্য ঘর নির্মাণ ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। গত ১১ মে ২০১৪ উপ-প্রকল্পটির অবকাঠামোগত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। গত ১৭ আগস্ট ২০১৬ উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বরূপদহ-ধুনার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ বছরের বন্যায় উপ-প্রকল্পের বাইরে গ্রামগুলি বন্যা কবলিত হলেও উপ-প্রকল্প এলাকায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এলাকার শস্য নিবিড়তা ৩৯.৫ শতাংশ থেকে ৪৫.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই ভাবে এলাকায় মাছ চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পুকুর, বিল ও বাঁওড়ে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় ও বিদেশী মাছ চাষ করা হচ্ছে। মাছের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছের একরপ্রতি উৎপাদন ছিল প্রায় ১ টন এবং কার্প জাতীয় (সিলভার কার্প, মিরর কার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি) মাছের একরপ্রতি উৎপাদন ছিল প্রায় ১.৫ টন। বর্তমানে রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছের একরপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২.২ টন এবং কার্প জাতীয় মাছের একরপ্রতি উৎপাদন প্রায় ২.৮ টনে উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন মাছ চাষ প্রকল্প থেকে এ বছর ৪২ লক্ষ টাকা সরকারি রাজস্ব খাতে জমা হয়েছে, যা পূর্বের তুলনায় ২৪ লক্ষ টাকা বেশি।

উপ-প্রকল্প এলাকায় ৬৬৫টি উপকারভোগী পরিবার বসবাস করে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩১৮ জন, যার মধ্যে ২১৩ জন পুরুষ এবং ১০৫ জন নারী। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ইতোমধ্যে চৌত্রিশ হাজার পাঁচ'শ পঞ্চাশ টাকার শেয়ার বিক্রি, এক লক্ষ আটান্ন হাজার দু'শ ত্রিশ টাকার সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ এবং এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাত'শ আশি টাকার মূলধন গঠন করেছে। সমিতির দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী সদস্যের মধ্যে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ করে সমিতির দরিদ্র সদস্যরা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণের যে উপকার হয়েছে সেজন্যে এলজিইডি'র প্রতি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়ে চৌগাছার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নার্গিস পারভিন বলেন, উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এ এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারেনি। ধরণের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে কৃষিজমি রক্ষার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। চৌগাছা উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, এলজিইডি কর্তৃক উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার ৫টি গ্রাম বন্যামুক্ত হয়েছে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় এলাকার আবাদি জমির আউশ, রোপা আমন, পাট ও সবজির কোনো ক্ষতি হয়নি।

শেষ হলো ইমার্জেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এ্যান্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি)

২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এতে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয় এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সে প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে "ইমার্জেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এ্যান্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি)" শীর্ষক এক প্রকল্প গ্রহণ করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনসাধারণ ও গৃহপালিত পশু সম্পদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করা, কার্যক্রম চলাকালীন স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এসব কেন্দ্রগুলো যাতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন- টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকার ৯টি জেলায় স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, পুনর্বাসন, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সহজে যাতায়াতের জন্য সংযোগ সড়ক এবং মাটির কিল্লা বা নিরাপদ আশ্রয় স্থল নির্মাণ করা হয়।

২০০৮ সালের আগস্টে শুরু হওয়া প্রকল্পটি দক্ষিণাঞ্চলের বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ৬৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ৩০ জুন ২০১৮ এ সাফল্যজনকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

যেসব কাজ করা হয়েছে: ৩৫২টি নতুন বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, ৪৫৯টি পুরোনো শেল্টারের পুনর্বাসন, ৩৪৩ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ১৪৬৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ এবং ১৫টি মাটির কিল্লা নির্মাণ।

যে সব সুবিধা রয়েছে: প্রতিটি নবনির্মিত বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের নীচ তলা ফাঁকা রাখা হয়েছে, যাতে জলোচ্ছ্বাস বা বন্যার পানি সহজে সরে যেতে পারে। দোতলায় গৃহপালিত গবাদীপশু রাখার ব্যবস্থা, গবাদী পশু এবং প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও অসুস্থদের ভবনে

ভোলার সদর উপজেলায় নির্মিত ৩০নং উত্তর পূর্ব শিবপুর রোকেয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার

ওঠার জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণি কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট, সন্তান সম্ভবা ও নবজাতকের জন্য পৃথক কক্ষ, প্রসব কক্ষ (লেবার রুম) এবং স্টোর রুম রয়েছে প্রতিটি ভবনে।

পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা: সুপেয় পানি বিশেষ করে দুর্যোগকালীন পানি ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রতিটি শেল্টারে টিউবওয়েল, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ও সোলার বাতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শেল্টারের জন্য অতিরিক্ত ৫৭টি টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি শেল্টারের চারিদিকে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

ধারণ ক্ষমতা: নবনির্মিত প্রতিটি শেল্টারে ১৩০০ থেকে ১৫০০ মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে। অন্যদিকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এমন শেল্টারগুলোর প্রতিটিতে এক হাজার জন আশ্রয় নিতে পারবে। প্রতিটি শেল্টারে প্রায় ২০০টি গবাদী পশু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শেল্টারগুলো এখন মানুষের ভরসাস্থল: পটুয়াখালীর হকতুল্লাহ্ শেল্টারের বিষয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানালেন ২০০৭-এর সিডরে মানুষ যেভাবে দিশেহারা হয়ে আশ্রয় খুঁজেছে, ২০১৩ সালের মহাসেন সাইক্লোনের সময় তেমনটি হয়নি। একেবারে গরু ছাগলসহ মানুষ এখানে আশ্রয় নিতে পেরেছিল।

আশ্রয় কেন্দ্রের সামনে স্থানীয় মসজিদের একজন ইমাম জানান, একবার ঈদের সময় স্থানীয় মাঠে পানি জমে যায়। ফলে ঈদের নামাজ পড়তে সুবিধাজনক কোনো স্থান পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু শেল্টারের নিচতলা এবং দোতলায় কোনো পানি না জমার কারণে সেখানে ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়।

এসব আশ্রয় কেন্দ্রগুলো কেবল দুর্যোগেই নয় বরং মানুষের সামাজিক দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারোপযোগী করতে এলজিইডি এগুলোর নকশা প্রণয়নে যথেষ্ট মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়েছে।

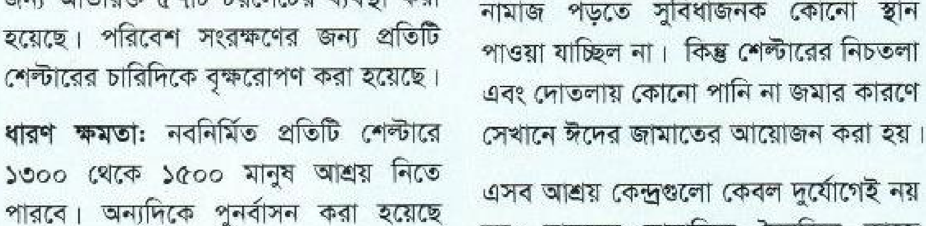

বরিশালের মুলাদিতে নির্মিত ৬নং চর বাটামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার

এলকেএসএস লিমিটেড-এর সভাপতি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এজিএম-এ বক্তব্য রাখছেন

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) লিমিটেড-এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১২ মে ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলকেএসএস লিমিটেড-এর সভাপতি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সূচনা বক্তব্যে এলকেএসএস লিমিটেড-এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মোঃ খলিলুর রহমান দেশের দূরদূরান্ত থেকে আগত সদস্যদের স্বাগত জানান। সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোসলে উদ্দিন সমিতির ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী এবং ১৪তম সভার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সমিতির পরিচালক (অর্থ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। পরে তা সমিতির সদস্যগণের কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড আজ চৌদ্দ বছর অতিক্রম করলো। শুরু থেকে সমিতির সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতির বুনিয়াদ আজ সুসংহত। বর্তমানে সমিতি সাতটি লাভজনক প্রকল্প পরিচালনা করছে। সমিতির কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

বার্ষিক সাধারণ সভার পরে এলকেএসএস লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান, যারা বিগত ২০১৭ সালে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এলকেএসএস লিমিটেড-এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র তুলে দেন। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করার পেছনে তাদের অভিভাবকদের সঠিক দিকনির্দেশনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। তারা বলেন, তাদের পিতা-মাতা এলজিইডিতে কর্মরত থেকে দেশের উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। এ জন্য তারা গর্ববোধ করে। ভবিষ্যতে এ সব শিক্ষার্থী দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করার আকাঙ্খার কথা জানান।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ তাঁর বক্তৃতায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই সংবর্ধনা আগামীতে যারা এ ধরনের পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে, তাদের ভালো ফলাফল করতে উৎসাহ যোগাবে। তিনি শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র পুস্তকনির্ভর জ্ঞানই নয়, বরং সমাজ ও পরিবেশ থেকেও জ্ঞান অন্বেষণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এলকেএসএস লিমিটেড-এর সভাপতির হাত থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন এক কৃতি শিক্ষার্থী

সুনাগঞ্জের তাহিরপুরে 'শাহ আরেফীন-অদ্বৈত মৈত্রী' সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে 'শাহ আরেফীন-অদ্বৈত মৈত্রী' সেতু নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাত করেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামীতে এদেশ ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে। আর এ লক্ষ্যে সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ হাওর বেষ্টিত ভাটির জনপদ সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের সীমান্ত নদী যাদুকাটার ওপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ 'শাহ আরেফীন-অদ্বৈত মৈত্রী' সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এলজিইডি সেতুটি নির্মাণ করবে এবং এর ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০ কোটি টাকা। এ উপলক্ষে তাহিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিন্নাকুলী লামাশ্রম মাদ্রাসা ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, সুনামগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. জয়া সেনগুপ্তা ও সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিক।

এলজিইডিতে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

২৩ মে ২০১৮ বুধবার আগারগাঁও এলজিইডি মিলনায়তনে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দোয়া-মাহফিল ও ইফতারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও মাননীয় মন্ত্রীর তনয়া মিসেস শারিতা মিল্লাত। এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং পরামর্শকবৃন্দ দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

ইফতার মাহফিলে মোনাজাত করছেন মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, মাননীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এলজিইডি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও মিসেস শারিতা মিল্লাত

শোক সংবাদ

এলজিইডি'র সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আউলাদ হোসেন যকৃতের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১১ জুন ২০১৮ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। মরহুমের নামাজের জানাযা ১২ জুন ২০১৮ বাদ জোহর এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। টাঙ্গাইল সদর উপজেলাধীন দীঘুলিয়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যাসহ বহু বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

উপদেষ্টা : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ খলিলুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd